তেলেনা, তরানা বা তিল্লানা ঃ 'তরানা' ফার্সি শব্দ এবং এক প্রকারের গান। তিল্লানা শব্দটিও ফার্সি "তিলা" শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় তরানাকে তেলেনা বলা হয়। আমীর খুসরোকেই এর আবিষ্কারক বলা হয়। মুসলমান রাজত্বকালে তরানা ও তেলেনা এই দুই প্রকার গানে ভিন্ন ভাবে ভাষার ব্যবহার

ছিল। আমরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময় নির্গীত* নামের গীত পাই যাকে বহির্গীত বা নিরর্থক গীতও বলা হত। এই ধরণের নিরর্থক শব্দ (বাণী) যুক্ত গান প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলে গুণীরা মনে করেন। এই নির্গীতই বর্তমানের তরানা একথা অনেকে প্রমাণ করেছেন। দেবর্ষি নারদকে এই ধরণের গীতের রচয়িতা বলা হয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে এটি ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রাচীন গীতশৈলী। আমীর খুসরোকে এর আবিষ্কারক বলা যায় না। খেয়াল গায়কেরা প্রায়শঃই তেলেনা বা তরানা গেয়ে থাকেন। তরানাতে নে, তে, রে, দীম, তানা, না ইত্যাদি অথবা আদানি, তাদানি, তানি, আলা, আলি, আলালুম প্রভৃতি নিরর্থক বোল ব্যবহার করা হয়, পণ্ডিতেরা বলেন যে এগুলি কেবলমাত্র নিরর্থক বোল নয়, এগুলির দ্বারা ভগবানের নাম ও কথাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। কণ্ঠে আলাপের দ্রুত লয়ে তেলেনার ভাব প্রকাশ পায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও দ্রুতের সময় তেলেনার আভাষ মেলে। খ্যালের মত তরানায় রাগের সমস্ত বাঁধন মেনে চলা হয়, নানা ধরণের তান, ছোট ছোট দাঁড়া বিস্তারও করা হয়। তরানা অধিকাংশ সময়েই দ্রুত চালে গাওয়া হয়। ক্বচিৎ মধ্যলয়ের তরানাও শোনা যায়। অনেকেই টিমা বা মধ্যলয়ের খেয়াল গানের পর দ্রুত্ তরানা গেয়ে থাকেন। মুঘল যুগে তরানায় কিছু কাব্যাংশ থাকত কিন্তু তেলেনায় শুধু অর্থহীন বোলই ব্যবহৃত হত। দ্রুত তিনতাল, দ্রুত ঝাঁপতাল বা দ্রুত একতালেই তরানা বেশী গাওয়া হয়। ছোট বড় প্রায় সকল রাগেই তরানা গাওয়া হয়। যন্ত্রের চালে অতিদ্রুত লয়ে গাওয়া ও লয়কারীর কাজ দেখান তরানার এক বৈশিষ্ট্য। তরানার টিমা গান ক্বচিৎ শোনা যায়।